দুটি তত্ত্ব নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

12.2.1. অ্যাডাম স্মিথের চরম ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব (Adam Smith's theory of absolute cost difference)

অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তত্ত্ব। অ্যাডাম স্মিথের মতে দুটি দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য ঘটে তার ভিত্তি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ। অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক দুটি দেশ রয়েছে। একটি X দেশ এবং অপরটি Y দেশ। উভয় দেশই দুটি দ্রব্য উৎপাদন করছে। একটি A দ্রব্য এবং অপরটি B দ্রব্য। ধরা যাক উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই একটি মাত্র উৎপাদনের উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই উপাদানটি হল শ্রম। আরো ধরা যাক যে X দেশে A দ্রব্যের এক

ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় 5 ঘণ্টা শ্রম এবং B দ্রব্যের এক ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় 10 ঘণ্টা শ্রম। অন্যদিকে Y দেশে এক ইউনিট A দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় 10 ঘণ্টা শ্রম এবং B দ্রব্যের এক ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় 5 ঘণ্টা শ্রম। উভয় দেশের উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়কে নীচের সারণিতে প্রকাশ করা হল।

এক ইউনিট দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় (শ্রম ঘণ্টার মাধ্যমে)		
	A দ্রব্য	B দ্রব্য
X দেশ	5	10
Y দেশ	10	5

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে A দ্রব্যের 1 ইউনিট উৎপাদন করতে X দেশে লাগে 5 ঘণ্টা শ্রম কিন্তু Y দেশের লাগে 10 ঘণ্টা শ্রম। সুতরাং A দ্রব্য উৎপাদনে X দেশের ব্যয় সব থেকে কম। অন্যদিকে B দ্রব্যের 1 ইউনিট উৎপাদন করতে X দেশের লাগে 10 ঘণ্টা শ্রম এবং Y দেশের লাগে 5 ঘণ্টা শ্রম। সুতরাং B দ্রব্যটি Y দেশেই সব থেকে কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে উদাহরণটি এরূপ ধরা হয়েছে যে প্রতিটি দেশেরই একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম। X দেশের উৎপাদন ব্যয় সব থেকে কম A দ্রব্যের ক্ষেত্রে। আবার Y দেশের উৎপাদন ব্যয় সব থেকে কম B দ্রব্যের ক্ষেত্রে। এই রকম অবস্থায় বলা হয় যে X দেশটি A দ্রব্যের উৎপাদনে চরম ব্যয় সুবিধা (absolute cost advantage) ভোগ করছে এবং Y দেশটি B দ্রব্যের উৎপাদনে চরম ব্যয় সুবিধা ভোগ করছে। অ্যাডাম্ স্মিথের মতে এরকম সময়ে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে এবং যে দেশে যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম সেই দেশ সেই দ্রব্যের উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবে। অর্থাৎ X দেশটি A দ্রব্যের উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবে এবং Y দেশটি B দ্রব্যের উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবে। X দেশটি A দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং B দ্রব্য আমদানি করবে। অন্যদিকে Y দেশটি B দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং A দ্রব্য আমদানি করবে। এইভাবে যদি দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে তাহলে উভয় দেশই লাভবান হতে পারবে। ধরা যাক উভয় দেশের মধ্যে যখন বাণিজ্য হচ্ছে তখন আন্তর্জাতিক বাজারে 1 ইউনিট A দ্রব্যের বিনিময়ে 1 ইউনিট B দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। X দেশ 1 ইউনিট A রপ্তানি করে Y দেশ থেকে 1 ইউনিট B পাচ্ছে। আবার Y দেশ 1 ইউনিট B রপ্তনি করে X দেশ থেকে 1 ইউনিট A পাচ্ছে। কাজেই X দেশকে 1 ইউনিট B পেতে হলে 1 ইউনিট A ছাড়তে হচ্ছে যার উৎপাদন ব্যয় 5 ঘণ্টা শ্রম। বাণিজ্য না করে X দেশ যদি B দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করতে চাইত তাহলে B দ্রব্য 1 ইউনিট উৎপাদন করতে ব্যয় হতো 10 ঘটা শ্রম। কিন্তু বাণিজ্যের ফলে X দেশ 5 ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে 1 ইউনিট A উৎপাদন করতে পারে এবং সেই 1 ইউনিট A দিয়ে Y দেশের কাছ থেকে 1 ইউনিট B পেতে পারে। সুতরাং প্রতি ইউনিট Bতে X দেশের 5 ইউনিট শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে। অনুরূপভাবে Y দেশও যদি A দ্রব্য দেশের মধ্যে তৈরি করত তাহলে 1 ইউনিট A তৈরি করতে 10 ঘণ্টা শ্রম লাগত। কিন্তু বাণিজ্যের মাধ্যমে Y দেশ মাত্র 5 ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়েই 1 ইউনিট A দ্রব্য পেতে পারে। এইভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে উভয় দেশই উভয় দ্রব্য কম খরচায় পেতে পারে। সুতরাং দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে উভয় দেশই এই বাণিজ্যের ফলে লাভবান হবে।

অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বে অবশ্য ধরা হয়েছে যে প্রতিটি দেশই একটিমাত্র দ্রব্য উৎপাদনে চরম ব্যয় সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু মনে করা যাক যে কোন একটি দেশ উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই চরম ব্যয় সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ ধরা যাক কোন একটি দেশে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ই অপর দেশ অপেক্ষা কম। এক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে কি? অ্যাডাম স্মিথের মতে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে না। কিন্তু রিকার্ডো দেখিয়েছেন যে এক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হতে পারে। রিকার্ডোর তত্ত্বটি এখন আমরা আলোচনা করব।